গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
জরুরি সাড়াদান কেন্দ্র (ইওসি)
www.ddm.gov.bd
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.১৮৭ তারিখ: ২৭ আষাঢ়.১৪২৬

১১ জুলাই ২০১৯

বিষয়: **প্রাকৃতিক দুর্যোগে জরুরি সাড়াদান কেন্দ্রে প্রাপ্ত তথ্যাদির সমন্বিত প্রতিবদন।**

সমুদ্র বন্দরসমূহের জন্য সতর্ক সংকেতঃ সমুদ্র বন্দরসমূহের জন্য কোন সতর্ক সংকেত নাই।

আজ ১১/০৭/২০১৯ ইং তারিখ সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর সমূহের জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস: রংপুর, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী , কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেট অঞ্চল সমূহের উপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘন্টায় ৪৫-৬০ কি.মি. বেগে অ স্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দর সমূহকে ১ নম্বর (পুনঃ) ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

ভারী বর্ষণের সতর্কবার্তাঃ বাংলাদেশে মৌসুমি বায়ু সক্রিয় থাকার কারণে আজ (১১ জুলাই, ২০১৯) সকাল ১০:০০ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, বরিশাল এবং চট্টগ্রাম বিভাগের কোথাও কোথাও ভারী (৪৪-৮৮ মি.মি.) থেকে অতি ভারী (>৮৯ মি.মি.) বর্ষণ হতে পারে। অতি ভারী বৃষ্টির কারণে চট্টগ্রাম বিভাগের পাহাড়ী এলাকায় কোথাও কোথাও ভূমিধ্বসে র সম্ভাবনা রয়েছে।

আজ সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

সিনপটিক অবস্থাঃ মৌসুমী বায়ুর অক্ষের বর্ধিতাংশ পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, বিহার, হিমালয়ের পাদদেশীয় পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশে সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারী অবস্থায় রয়েছে।

পূর্বাভাসঃ রংপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং রাজশাহী, ঢাকা ও খুলনা বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরণের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

পরবর্তী৭২ ঘন্টার আবহাওয়ার অবস্থা (৩ দিন): এ সময়ের শেষের দিকে বৃষ্টিপাতের কার্যকারীতা হ্রাস পেতে পারে।

গতকালের সর্বোচ্চ ও আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস):

বিভাগের নাম	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্টগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	৩৩.৫	৩১.৩	৩১.৭	৩০.০	৩৩.৫	৩১.২	৩৫.০	৩১.৫
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	২৪.৫	২৩.৮	২৪.৫	২৪.০	২৫.৩	২৪.৪	২৭.০	২৫.৫

গতকালের সর্বোচ্চ ও আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা: গতকালের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল সাতক্ষীরা ৩৫.০° এবং আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেত্রকোনা ২৩.৮° সেঃ।

এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি

- দেশের সকল প্রধান নদ-নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে।

- বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও ভারত আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল, উত্তর-পূর্বাঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল এবং তৎসংলগ্ন ভারতের আসাম ও মেঘালয় প্রদেশসমূহের বিস্তৃত এলাকায় আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টায় মাঝারী হতে ভারী এবং কোথাও কোথাও অতিভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।এছাড়া উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল সংলগ্ন ভারতের বিহার এবং নেপালে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।
- আগামী ৭২ ঘণ্টায় সকল প্রধান নদ-নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পেতে পারে, এবং আগামী ৪৮ ঘণ্টায় যমুনা নদীর জামালপুর জেলায় বাহাদুরাবাদ পয়েন্ট বিপদসীমা অতিক্রম করতে পারে।
- আগামী ২৪ ঘণ্টায় চট্টগ্রাম , সিলেট ও বরিশাল বিভাগের সুরমা, কুশিয়ারা, কংস, সোমেশ্বরী, ফেনী, সাঙ্গু, মাতামুহুরী ও হালদাসহ প্রধান নদীসমূহের পানি সমতল দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে।
- আগামী ২৪ ঘণ্টায় নেএকোনা, সুনামগঞ্জ, সিলেট, চট্রগ্রাম ও কক্সবাজার জেলায় নিম্নমাঞ্চল সমূহের বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে।

নদ-নদীর অবস্থা (আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত)

পর্যবেক্ষণাধীন পানি সমতল স্টেশন	৯৩	বিগত ২৪ ঘন্টায় পানি সমতল অপরিবর্তিত	০০
বিগত ২৪ ঘন্টায় পানি সমতল বৃদ্ধি	৬৯	*মোট তথ্য পাওয়া যায়নি	০১
বিগত ২৪ ঘন্টায় পানি সমতল হ্রাস	২৩	**বিপদসীমার উপরে**	**০৯**

বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত স্টেশন (২৭ আষাঢ় ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/ ১১ জুলাই ২০১৯ খৃঃ সকাল ৯.০০ টার তথ্য অনুযায়ী):

পানি সমতল স্টেশন	নদীর নাম	বিগত ২৪ ঘন্টায় বৃদ্ধি(+)/হ্রাস(-) সে.মি.)	বিপদসীমার উপরে (সে.মি.)
কানাইঘাট, সিলেট	সুরমা	+৮১	+৪০
সুনামগঞ্জ	সুরমা	+৪৩	+৮৪
সারিঘাট, সিলেট	সারিগোয়াইন	+১০৪	+৪৪
দুর্গাপুর, নেত্রকোনা	সোমেশ্বরী	+৪০	+২৭
কমলাকান্দা, নেত্রকোনা	সোমেশ্বরী	+৩৫	+৪২
জারিয়াজাঞ্জইল, নেত্রকোনা	কংস	+৭০	+৪০
দৌহাজারী, চট্টগ্রাম	সাঙ্গু	+১২৫	+৭৩
লামা, কক্সবাজার	মাতামুহুরী	+৯৫	+৭৪
চিরিংগা, কক্সবাজার	মাতামুহুরী	+৩৭	+৪৯
ডালিয়া, নীলফামারী	তিস্তা	+২০	+০

বারিপাত তথ্য

গত ২৪ ঘন্টায় বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত (গত কাল সকাল ০৯:০০ টা থেকে আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত) :

স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)	স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)
মহেশখোলা	১৮২.০	সুনামগঞ্জ	১৬৮.০
চট্রগ্রাম	১৪৫.০	লামা	১৪১.০
জাফলং	১২৯.০	বান্দরবন	১২৪.০
নারায়ণহাট	১০০.০	জকিগঞ্জ	১০০.০
পাঁচপুকুরিয়া	৯৭.০	ছাতক	৮৯.০
লালাখাল	৮২.০	পটুয়াখালী	৭৮.০

অতিবৃষ্টির কারণে দেশের কয়েকটি অঞ্চলে বন্যার আশংকা দেখা দিয়েছে। ঐ সকল জেলার জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ঐ সকল জেলার বর্তমান অবস্থাঃ

চট্টগ্রামঃ

গত ০৫/০৭/২০১৯খ্রিঃ তারিখ হতে অবিরাম/ভারী বর্ষণে সৃষ্ট দুর্যোগ পরিস্থিতি, জলাবদ্ধতা, পাহাড়ী ঢল ইত্যাদি কারণে এ যাবত প্রাপ্ত ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক তথ্য এ বং জেলা প্রশাসন কর্তৃ গৃহতি কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- সম্ভাব্য পাহাড় ধসের ঝুঁকি থাকায় চট্টগ্রাম মহানগরীর ৬টি ঝুঁকিপূর্ণ স্থান ৫৭৫টি পরিবারকে ৭টি আশ্রয় কেন্দ্রে সরিয়ে আনা হয়েছে। এসব পরিবারের মধ্যে শুকনো খাবার বিতরণ ওবং রান্না করা খাবার বিতরণ করা হচ্ছে। চট্টগ্রাম মহানগীর জন্য ২,৫০,০০০/- নগদ টাকা এবং ৫৭৫ প্যাকেট শুকনা খাবার বরাদ্দ করা হয়েছে।
- অবিরাম বর্ষণ এবং পাহাড়ী ঢলে রাংগুনিয়া, পটিয়া, সাতকানিয়া, ফটিকছড়ি, বোয়ালখালী, আনোয়ারা, কর্ণফুলি, হাটহাজারী, সীতাকুন্ড, মীরসরাই ও চন্দনাইশ উপজেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। এতে বিপুল সংখ্যক পরিবার পানিবন্দি এবং কর্মহীন হয়ে পড়েছে। এ পরিবারের মধ্যে জরুরি মানবিক সহায়তা হিসেবে ১২৯ মেঃটন জিআর চাল, ৫০ হাজার টাকা এবং ২৮৫০ প্যাকেট শুকনো খাবার বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

রাংগামাটিঃ

- হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বর্ষণ অব্যাহত আছে।
- পাহাড় ধসসহ যে কোন অনুকাঙ্খিত দুর্ঘটনা এড়াতে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে আশ্রয়কেন্দ্রে সরিয়ে আনা হয়েছে। ৭টি আশ্রয়কেন্দ্রে প্রায় ২০০ জন লোক আশ্রয় নিয়েছে।
- কাউখালী উপজেলার ঘাগড়া ইউনিযনের কলাবাগান নাম স্থানে পাহাড়ী ঢলের প্রবল স্রোতে রাংগামাটি চট্টগ্রাম সড়কের কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত স্থানের মেরামত কার্যক্রম চলছে। যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

ফেনীঃ

- মৌসুমী বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢলের কারণে জেলার ফুলগাজী উপজেলার মুহুরী নদীর বাঁধের ৪টি স্থানে এবং পরশুরাম উপেজেলার মুহুরী ও কহুয়া নদীর ৬টি স্থানে বাঁধ ভেংগে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে।
- প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী পরশুরাম উপজেলার ১৮৯৫টি পরিবার ও ফুলগাজী উপজেলার ৬০ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
- ক্ষতিগ্রেস্তদের মাঝে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

সুনামগঞ্জঃ

- অতিবৃষ্টি ও পাহাড় থেকে আসা পানি তোড়ে অধিকাংশ নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়েছে।
- সুরমা নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।
- জেলার জামালগঞ্জ, শাল্লা, ধর্মপাশা, তাহিরপুর, বিশ্বম্ভরপুর, দিরাই, সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার নিম্নাঞ্চলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। রাস্তাঘাটে পানি উঠেছে।
- সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার ২৯৫০টি পরিবার, তাহিরপুর উপজেলার ৪১০০টি পরিবার, বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার ১৪০০টি পরিবার, দোয়ারাবাজার উপজেলায় ২৮৫০টি পরিবার এবং জামালগঞ্জ উপজেলায় ১৮০০টি পরিবার বন্যা আক্রান্ত হয়েছে।
- বন্যায় আক্রান্ত পরিবারের মধ্যে বিতরণের জন্য ৩০০ মেঃটন জিআর চাল ও ৩ (তিন) লক্ষ জিআর ক্যাশ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

হবিগঞ্জঃ

- নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।
- কোন এলাকায় পানি উঠার খবর পাওয়া যায় নাই।

মৌলভীবাজারঃ

- বৃষ্টির পরিমান কমেছে। কোন এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় নাই। নদীর পানি বিপদসীমার নিচে আছে।

নেত্রকোনাঃ

- বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ী ঢলে নেত্রকোনা জেলার দূর্গাপুর উপজেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত সোমেশ্বরী নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।
- কলমাকান্দা উপজেলার একটি গ্রামীণ সড়কে অবস্থিত ব্রিজের এপ্রোচ রোড ভেঙ্গে গেছে।

লালমনিরহাটঃ

- তিস্তা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিপদসীমা বরাবর অবস্থান করছে। জেলার ৫টি উপজেলার তিস্তা নদী তীরবর্তী নিম্নঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। এতে প্রায় ২৫০০ পরিবার পানিবন্দি অবস্থায় আছে।

বজ্রপাতঃ

সুনামগঞ্জঃ জেলা প্রশাসন, সুনামগঞ্জ পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছে যে, গত ১০/০৭/২০১৯খ্রিঃ তারিখ সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলায় বজ্রপাতে ২ জন নিহত হয়েছে। নিহত ব্যক্তিদের নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ

১।	সাবিকুর রহমান, বয়স ৪৫ বছর, পিতা- রিতু মিয়া, গ্রাম- কাশিপুর, ইউনিয়ন- জামালগঞ্জ, উপজেলা- জামালগঞ্জ, জেলা- সুনামগঞ্জ।
২।	আলবি রহমান অন্তর, বয়স ৫ বছর, পিতা- সাবিকুর রহমান, গ্রাম- কাশিপুর, ইউনিয়ন- জামালগঞ্জ, উপজেলা- জামালগঞ্জ, জেলা- সুনামগঞ্জ।

নিহত ব্যক্তির পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

অগ্নিকান্ডঃ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কন্ট্রোল রুম থেকে ডিউটি অফিসার টেলিফোনে জানান যে, আজ কোন জায়গা থেকে উল্লেখযোগ্য কোন অগ্নিকান্ডের খবর পাওয়া যায় নাই।

২। ইহা মহোদয়ের সদয় অবগিতর জন্য প্রেরণ করা হলো।

১১-৭-২০১৯

মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ফোন: ৮৮০-৫৮৮১১৬৫১
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৯১৯২৬
ইমেইল:
controlroom.ddm@gmail.com

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-১
এনডিআরসিসি অধিশাখা
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.১৮৭/১(৬৪)

তারিখ: ২৭ আষাঢ়.১৪২৬ / ১১ জুলাই ২০১৯

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) মহাপরিচালক, মহাপরিচালকের দপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
২) পরিচালক, পরিবীক্ষণ ও তথ্য ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৩) পরিচালক , ত্রাণ অনুবিভাগ , দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৪) উপপরিচালক , পরিবীক্ষণ ও তথ্য ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৫) প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৬) জেলা ত্রাণ ও পুর্ণবাসন কর্মকর্তা

১১-৭-২০১৯
মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)